দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 05 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বনের রাজার মতোই শিক্ষা প্রকৌশলে আরেক রাজা

শংকর কুমার দে ॥ বনের রাজা ওসমান গনির মতই শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে আরেক রাজার সন্ধান পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের টাস্কফোর্স। শিক্ষা অধিদফতর প্রকৌশলের রাজার রাজত্বে তাকে ক্রোড়পতি বললে ভুল হবে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত তাঁর সম্পদের পরিমাণ কোটি কোটি টাকা। তাঁর পদবি একজন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী। ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির শীর্ষস্থানীয় নেতাও তিনি। দশ বছর ধরে শীর্ষ স্থানীয় নেতার পদটি তাঁর দখলে। বিশ বছর ধরে চাকরি করছেন একই স্থানে। বদলিবাণিজ্য, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ, ঘুষ, দুর্নীতির রাজত্বের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা তিনি। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের এই রাজার বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ না হওয়ায় তাঁর পুরা নামটি উল্লেখ করা গেল না। তদন্তে এ পর্যন্ত যা বের

সাড়ে সাত হাজার টাকা বেতন স্কেলের ডিপ্লোমা প্রকৌশলীর কোটি কোটি টাকার সম্পদ

হয়ে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বনশ্রী প্রজেক্টে বিলাসবহুল বহু তল ভবনে রয়েছে তাঁর ৪টি ফ্ল্যাট। ইন্দিরা রোডে আছে একটি দামী ফ্ল্যাট। পূর্বাচলে আছে তাঁর প্লট। নগদ টাকা আর স্বর্ণালঙ্কার তাঁর কত আছে তার হিসাব-নিকাশ শেষ করতে পারেনি টাস্কফোর্স। এখন পর্যন্ত প্রাথমিক তদন্তে তাঁর অবৈধ উপায়ে অর্জিত যে অর্থসম্পদ পাওয়া গেছে তাতে টাস্কফোর্সের কর্মকর্তাদের মাথা ঘুরে চড়ক গাছ হওয়ার মতো

বনের রাজার মতো

(প্রথম পাতার পর)

সাড়ে সাত হাজার টাকা বেতন প্রকৌশলী।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের এই রাজা কিভাবে অবৈধ উপায়ে অর্থসম্পদ অর্জন করেছেন তার উদাহরণ খুঁজে পেয়েছে টাস্কফোর্স। গেল বছর '০৬ সালের কথা। প্রধান প্রকৌশলী এম এ কাদের বদলি করেছে তাঁর অধিনস্ত এক প্রকৌশলীকে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের রাজা কাম সিবিএ নেতা আসেন এই বদলি ঠেকাতে। প্রধান প্রকৌশলী এম এ কাদের বদলি পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানান। আর যায় কোথায়। সিবিএ নেতা নামধারী এই ক্রোড়পতি প্রকৌশলী নেতা প্রধান প্রকৌশলী এম এ কাদেরের মুখে ফাইল ছুড়ে মারেন। তারপর তাঁর শার্টের কলার ধরে কিল ঘুষি দেন। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের কথা আর উল্লেখ না-ই বা করলাম। অফিস সময়ে অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সামনে এই ধরনের ঘটনায় সবার লজ্জায় মাথা হেট। এই ঘটনার প্রতিবাদে তখন আন্দোলনও হয়েছিল। ক্রোড়পতি এই প্রকৌশলীর হাতের বাইরে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের কোন বদলি হতো না। প্রতিটি বদলিতে তিনি নিতেন লক্ষাধিক টাকা। গত দশ বছর ধরে তিনি বদলি বাণিজ্য করে চলেছেন সাবেক ফ্যাসেলিটিজ ডিপার্টমেন্ট বর্তমান শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে। এই শিক্ষা অধিদফতরের নির্মাণ কাজ ও মেরামতের কাজের ঠিকাদারি নিয়ে কেলেঙ্কারীর অন্ত নেই।

ক্রোড়পতি প্রকৌশলীর বদলি বাণিজ্যের বাইরে ঠিকাদারি কাজের নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ মিলেছে টাস্কফোর্সের তদন্তে। সেদার টেকনোলজির ১৫ কোটি টাকার নির্মাণ কাজের ঠিকাদারির তদারকি করতেন তিনি। এই কাজের তদারকি করতে গিয়ে তিনি কাজ না করেই বিরাট অংকের টাকা উত্তোলন করে নিয়ে গেছেন। তাঁর দুর্নীতি ছিল ওপেন সিক্রেট। কিন্তু কেউই মুখ খুলতেন না ভয়ে।

ইডেন কলেজের ৫ কোটির নির্মাণ কাজ ও ২০ লাখ টাকার মেরামতের কাজের ঠিকাদারির তদারকি করতেন ক্রোড়পতি ঐ প্রকৌশলী। নিজস্ব ঠিকাদার দিয়ে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করিয়ে সর্বনিম্ন দরদাতা দেখিয়ে কোটি কোটি টাকার নির্মাণ কাজ নিয়ে কাজ করা ছিল তাঁর অবৈধ উপায়ে অর্জনের আরেক উৎস।

মাত্র সাড়ে সাত হাজার টাকা বেতন স্কেলে চাকরি করে এই ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কোটি কোটি টাকার অর্থসম্পদ বিত্তবৈভবের মালিক হওয়ার ব্যাপারে তদন্ত করে চলেছে দুর্নীতি দমন কমিশনের টাস্কফোর্স। ক্রোড়পতি প্রকৌশল অধিদফতরের রাজার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের টাস্কফোর্সের তদন্তে কেচো খুঁড়তে গিয়ে এখন সাপ বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে বলে জানা গেছে।